



উপ-রাষ্ট্রপতিরসচিবালয়

পঞ্চায়েতের মতো সংসদ ও বিধানসভায়ও মহিলাদের সংরক্ষণ কার্যকর করা প্রয়োজন: উপ-রাষ্ট্রপতি ফিকি (এফ.আই.সি.সি.আই.) লেডিজ অর্গ্যানাইজেশনের আয়োজিত এক নব ভারত নির্মাণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন তিনি

Posted On: 07 NOV 2017 12:06PM by PIB Kolkata

উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম. ডেক্সাইয়া নাইডু বলেছেন, আমাদেরকে পঞ্চায়েতের মতো সংসদ ও বিধানসভায়ও মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করা প্রয়োজন। শনিবার হায়দ্রাবাদে ফিকি(এফ.আই.সি.সি.আই.) লেডিজ অর্গ্যানাইজেশনের আয়োজিত ‘ এক নব ভারত নির্মাণ ’ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে তেলঙ্গানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মহম্মদ মেহমুদ আলি এবং অন্য অভ্যাগতরা উপস্থিত ছিলেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত আজ এক বিশাল অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সেজন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে এক নব ভারত নির্মাণের পথে পুনরোদ্যম ও অঙ্গীকারের সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, যে ভারতের স্বপ্ন দেখছিলেন মহাত্মা গান্ধী, ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর, পণ্ডিত নীনদয়াল উপাধ্যায় ও আরও অন্যস্বাধীনতা সংগ্রামীগণ।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, এই নব ভারত হবে সম্পূর্ণ সাক্ষর ও দুর্নীতি মুক্ত, যেখানে প্রত্যেক পরিবারের জন্য থাকবে প্রশ্রয়, চাহিদা অনুসারে বিদ্যুত থাকবে, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা থাকবে, যুব অংশের আকাঙ্ক্ষার কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন হবে, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে এবং ভারতকে তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি ও শিল্পের মাধ্যমে আর্থিক প্রবৃদ্ধি মধ্য দিয়ে এক অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

তিনি বলেন, আমাদের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ হচ্ছে মহিলাদের সম্মান প্রদর্শন করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে, বর্তমান সময়ে নৃশংসতার এক ঘৃণ্য প্রবণতা চলছে। যদিও পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তা নেই যে, মহিলাদের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, একজন মহিলাকে শিক্ষিত করার অর্থ হচ্ছে একটা গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করা। তিনি আরও বলেন, লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করা, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, কাজের দক্ষতা প্রদান করা, আরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করা, নিরাপদ কর্মস্থল সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো হচ্ছে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে। তিনি সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেন, প্রজননের বয়সে এক বছর যদি মহিলাদের পড়াশোনার জন্য কাটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে শিশু মৃত্যুর হার ৯.৫০শতাংশ হারে কমে আসে। সরকার ‘ বেটিবাঁচাও, বেটি পড়াও ’ -এর মতো যেসব প্রকল্প নিয়ে এসেছে, তার মধ্য দিয়ে শিশু লিঙ্গ অনুপাত এখন ভালো হচ্ছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি ফিকি লেডিজ অর্গ্যানাইজেশনের সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। মহিলা ক্ষমতায়নের জন্য কী করা উচিত নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা হচ্ছে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আরও বলেন, আর্থিক নিরাপত্তাও হচ্ছে মহিলা ক্ষমতায়নের ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদেরকে সমান সুযোগ, সমান অধিকার এবং স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন:

“যারা মহিলা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছেন এবং এই পরিবর্তনে অন্যটুক হওয়ার প্রচেষ্টা করছেন, তাদের কাছে ‘ নব ভারত ’ নির্মাণের বিষয় নিয়ে আমার চিন্তাধারা তুলে ধরতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, ফিকি লেডিজ অর্গ্যানাইজেশন নিজেরাই এই লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে প্রান্তিক অংশের মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তেলঙ্গানা সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগেও তারা অংশগ্রহণ করছে।

ভারত বর্তমানে এক বিশাল অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে ‘ নব ভারত ’ নির্মাণের পথে পুনরোদ্যম ও অঙ্গীকারের সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, যে ভারতের স্বপ্ন দেখছিলেন মহাত্মা গান্ধী, ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর, পণ্ডিত নীনদয়াল উপাধ্যায় ও আরও অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ।

বহুগণ, আমরা এখন আর ‘ চলতা হে ’ বা ‘ চলুক যা চলছে ’ এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে আর চলতে পারিনা। অথবা ‘ পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য অনুসারেই ঘটেছে ’ বলে অসহায়তা মেনে নিয়ে আমাদের চারপাশের ঘটনা নিয়ে উদাসীন থাকতে পারিনা। আমাদের জাতির জনকের একটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে: ‘ তুমি যা দেখতে চাও, তার জন্য পরিবর্তনকারী তুমি নিজেই হও ’— তাই প্রত্যেকেই নিজের নিজের অবস্থান থেকে এই পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে হবে। আপনি একজন গৃহিণী, উদ্যোগী অথবা কর্মচারী যেই হোন না কেন আপনাকে লিঙ্গ বৈষম্য, মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা, শিশুহত্যা, অপুষ্টি, দুর্নীতি, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। সম্মানবাদ হচ্ছে ভারতের একটা ও সংহতির পথে এক বিরাট হুমকি।

বছরের পর বছর ধরে ভারতীয়দের মধ্যে একটা অদ্ভুত মানসিকতা তৈরি হয়েছে যে, সমস্ত রকম সমস্যার সমাধান একমাত্র সরকারই করবে এবং কোনো ব্যক্তি বা সমাজের তেমন কিছু করার নেই। ‘ সবকিছু সরকার করবে, আমরা বেকার থাকব ’— এই মানসিকতার অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং প্রত্যেক নাগরিককেই ভারত নির্মাণের পথে তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি দিয়েই অবদান রাখতে হবে।

আমাদের দেশে প্রাচীন সময় থেকেই মহিলারা ক্ষমতাপ্রাপ্তি এবং তারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। আমি এখানে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি স্মরণ করতে চাই, ‘ মহিলাদের ওপর কী ধরনের মানসিকতা, সেটা হচ্ছে কোনো জাতির অগ্রগতি পরিমাপ করার সবচেয়ে ভালো থার্মোমিটার ’। আমাদের প্রাচীন লিপিতেও রয়েছে, ‘ যত্রনারায়ণ পূজাতে, রমণ্ডে তত্র দেবতা ’। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই মহিলারা এখন সফল হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয়। শিক্ষা মহিলাদের ক্ষমতায়নের ভিত্তি তৈরি করে। উপ-রাষ্ট্রপতি মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ফিকি লেডিজ অর্গ্যানাইজেশনের হায়দ্রাবাদ চাপ্টারের বিভিন্ন কাজকর্মের প্রশংসা করেন।

(Release ID: 1508451) Visitor Counter : 4

